ড. মিল্টন বিশ্বাস
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কালবেলা

সাঈদ আহমদ

চরিত্র

মোড়ল
আহমদ (মোড়লের বন্ধু)
মুনীর (মোড়লের বন্ধু)
ঢুলী
উনেন
উপেং (পুরোহিত)
কুমারী মেয়ে
চারজন পার্ষদ
শিষদার বংশীধারী
দাগী

ড. মিল্টন বিশ্বাস
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় : বৃহস্পতিবার, সকাল ১১টা

স্থান : চর আলেকজান্ডার

[মোড়ল প্রবেশ করে। চলনে ভারিক্কিপনা আছে। বয়স চল্লিশের কোঠায়। শরীরের গড়ন মজবুত, পরনে দামী পোশাক— পরিচ্ছদ। পশ্চাতে আহাম্মদ ও মুনীর তারই সমবয়সী, শৈশবের বন্ধু। খানিকটা চিন্তিত দেখায় ওদের।]

মোড়ল : কোন খবর?

আহাম্মদ : কোন খবর নেই।

মোড়ল : ঐ হোলো, ওটাও একটা খবর।

আহাম্মদ : কোন বার্তা পাঠায়নি সে।

মোড়ল : খুব সম্ভব আত্মপীড়নে মগ্ন সে। আহাম্মদ এর মোকাবিলা আমাদেরই করতে হবে।

আহাম্মদ : আমি শুধু বলছিলাম, সঠিকই কোন কিছুই জানায়নি সে। নির্ধারিত কোন সময় দেয় নি।

মোড়ল : সময় জিনিসটাই ফাঁপা।

আহাম্মদ : প্রতীক্ষায় ক্ষয়ে যাচ্ছি আমি।

মোড়ল : এত শীগ্‌গীরই নয়।

আহাম্মদ : ঐ বার্তা শোনার জন্যে।

মোড়ল : তা একদিন ঘটবেই, কোন একদিন।

আহাম্মদ : এখন এগারটা বাজে।

মোড়ল : এমন ব্যাপার খুব হামেশাই একটা ঘটে না। ধৈর্য রাখো। লোকগুলোর কি হলো!

আহাম্মদ : সাগরে পাড়ি দিয়েছে।

মোড়ল : কি! আমার রায় না শুনেই!

আহাম্মদ : না শোনাই ভাল মনে করেছে তারা। ও ব্যাপার মিটে গ্যাছে।

মোড়ল : অসম্ভব।

আহাম্মদ : সাগরের তীরে তারা নিজেরা মারামারি করে মরেছে। বাস্, রফার নিষ্পত্তি।

মোড়ল : (হাসতে হাসতে) তাও একটা হাঙ্গর নিয়ে।

আহাম্মদ : সাগর সব ধুয়ে নিয়েছে। সেই হাঙ্গর আর লোকগুলো— সবাইকে। সাগর সবাইকে গিলে নিয়েছে।

মোড়ল : সাগর তার গর্ভে ফিরিয়ে নিতে চায় সব। কাউকে তার কোলের বাইরে দেবে না থাকতে। তাই তার অ্যাতো খেদ, অ্যাতো গর্জন।

মুনীর : ভারী সুন্দর চোখগুলো ওদের।

মোড়ল : কাদের? হাঙ্গরদের?

মুনীর : এই উপজাতিটার।

মোড়ল : মনে আছে— তারা যখন প্রথম এলো, সেই কত যুগ আগে। ছিল শুধু দু'জন। অল্পকালের মধ্যেই বেড়ে উঠল একটা জাতিতে—হ্রস আর নদী হোলো চঞ্চল।

আহাম্মদ : সারা দিনমান ঘুমুতো তারা। রাতভর বাজাতো তাদের ঢাক। একটি গানের জন্যে জীবন দিতে পারতো তারা।

মুনীর : যা-ই বলো, সেই চন্দন আর রেশমের মেয়েগুলো! যে ঈশ্বরই এদের সৃষ্টি করে থাকুন, বলিহারি বলবো আমি।

মোড়ল : ঠিকই বলেছো মুনীর, ঈশ্বর তাঁর নিজের আদলে গড়েছেন নারীকে।

আহাম্মদ : ব্যাপারটা দেখতে গাঁয়ের লোক সবাই জড়ো হবে তো?

মোড়ল : সবাই, সবাই। এমন কি মেয়েরাও। এ রকম ব্যাপার জীবনে একবারই ঘটে। আমি তাদের খবর দেব।

মুনীর : সকলে চুপচাপ থাকলেই হয়। এ বড় আফসোসের কথা। আমরা বড় বেশী হট্টগোল করি।

মোড়ল : সে আমি তখনই সামলাব। আমাকে তো জানোই।

মুনীর : সে ব্যাপারে তোমার জুড়ি নেই। এমন উদ্বেগের পরিস্থিতি তুমি সৃষ্টি করতে পারো।

মোড়ল : ওটা আমার দাদার কাছ থেকে পাওয়া। অনর্গল একটানা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন কথা বলে যাওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার— মুখের আস্ত চুরুটটা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া অবধি। আশ্চর্য ক্ষমতা, কি বলো?

মুনীর : আমার তো ধারণা তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছো। তোমার হাতের মুঠোয় বন্দী সেই এক তাল কুয়াশা আমাদের দেখাও না!

আহাম্মদ : এখন না। ব্যাপারটার জন্য মনটাকে তৈরি করে নিতে হবে আমাদের। উপেং আসুক চাই না আসুক; দেখার জন্য প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠেছে। (একটানা ঢাকের আওয়াজ। রঙ-চঙে পোশাক পরে ঢুলি মঞ্চে প্রবেশ করে। চারদিকে হেলে-ঝুঁকে নাচতে নাচতে সে বাজায়।)

ঢুলী : এই সর্বমহান এবং সুন্দর দ্বীপের সম্মানীয় অধিবাসীদিগকে জানান যাইতেছে, "ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী আগামী রবিবার আমরা নয়া ফসলের শুভ উৎসব পালন করিব সাব্যস্ত করিয়াছি। আর মাত্র তিন দিন বাকি। ফুলফলে ভরা সুপ্রসন্না ধরিত্রী। প্রকৃতি এবার উন্মুক্ত ভাণ্ডার।

তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন আমাদের কর্তব্য। এই উপলক্ষে যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের জন্য সকলে প্রস্তুত হইবে, ভাল সাজপোশাক পরিবে, প্রিয়জনকে পুষ্প এবং উপঢৌকনে তুষ্ট করিবে। প্রকৃতির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।" এই মোড়লের ঘোষণা। (আবার সে ঢোল বাজাতে আরম্ভ করে এবং সেই তালের পুনরাবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে যায়।)

আহাম্মদ : আস্ত একটা উজবুক লোকটা।

মুনীর : (ঢুলির অনুকরণে) "এই মোড়লের ঘোষণা।" যেন যা বলেছে তার এক বর্ণও সে বিশ্বাস করে না।

মোড়ল : তা নয়, ঢুলিকে যা বলা হয়, শুধু সেইটুকুই বলা তার কাজ। এক বর্ণ বেশীও নয় কমও নয়। ঘটনার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে তাকে। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। এমন কি ঢাকের মাত্রাও তার জন্য মেপে ঠিক করে দেয়া আছে। মানলুম, কোন শিল্পী সে নয়, কোন ভাষ্যকার সে নয়। কিন্তু ভেবে দ্যাখো কেমন সুন্দর প্রতিভূত করে সে তার প্রভুকে। খুবই দুরূহ কাজ।

মুনীর : তোমার চলন-বলনও রপ্ত করে নিয়েছে সে। এমন তোষামুদে ব্যাপারে আমোদ পাও নাকি!

মোড়ল : যার অনুকরণ করা হচ্ছে, তার কাছে ব্যাপারটা মজার আর অনুকারীর কাছে বেদনাদায়ী।

আহাম্মদ : তুমি কোনটা, ব্যথিত না পুলকিত?

মোড়ল : দুনিয়ার রীতিই এই। আমরা জানব না কিছুই, যদ্দিন না নাটক সাঙ্গ হবে। (উনেন প্রবেশ করে। পরনে উৎসবের সুদৃশ্য লুঙ্গি, গায়ে রেশমী জামা। উদ্যমপূর্ণ যুবক। সে হাঁপাচ্ছে। এখানে আসতে তাকে কয়েক মাইল দৌড়ুতে হয়েছে।)

উনেন : মোড়লের জন্যে বার্তা নিয়ে এসেছি আমি।

আহাম্মদ : বার্তা, সেই বার্তা?

মুনীর : মোড়লের জন্যে বার্তা।

আহাম্মদ : (দেখিয়ে) বলো, বলে যাও। এই তো মোড়ল এখানে।

উনেন : পুরোহিত উপেং-এর বার্তা, মোড়লের জন্যে।

মোড়ল : তুমি কে?

উনেন : আমি উনেন, এ উপজাতিরই একজন।

আহাম্মদ : পুরোহিত উপেং-এর বার্তা।

মুনীর : যাক, এতক্ষণে পুরোহিত উপেং-এর বার্তা এলো মোড়লের জন্যে!

আহাম্মদ : বলো, বলো, আমরা প্রতীক্ষায় রয়েছি।

মুনীর : বলো কি সেই বার্তা, আমরা আশায় রয়েছি!

আহাম্মদ : সেই সকাল থেকে!

মুনীর : উঁহু, ঠিক দণ্ড কয়েক ধরে!

আহাম্মদ : আমিও তাই বলছি।

মুনীর : তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলো।

মোড়ল : বার্তা বলো।

আহাম্মদ : বার্তার আমি কিছুই জানিনে।

মুনীর : বার্তার নয়, সময়ের।

মোড়ল : সময় তো শুধু মুখোশ।

আহাম্মদ : বার্তা বলো।

মুনীর : উপেং-এর বার্তা বলো!

উনেন : (কিছুটা ইতস্তত করে) বলবো!

আহাম্মদ : করতে চাও কি তাহলে! গুলে খেতে চাও নাকি!

মুনীর : আবার সেই বাড়াবাড়ি।

উনেন : এই এদের সামনে ...

মোড়ল : হ্যাঁ, হ্যাঁ সকলের সামনে। সবারই জানা দরকার।

মুনীর : এ যদি অশুভ কিছু হয় শুনতে চাই না আমি। শুধু খানিকটা আনন্দের জন্যেই এখানে আমি এসেছি।

আহাম্মদ : ফুর্তির জন্যে মাশুল দিতে হয়।

উনেন : সেই বার্তার এখনও আমি কিছুই বলিনি।

আহাম্মদ : সব কিছুর জন্যই লোকের মাশুল দিতে হয়।

মুনীর : মাশুল দেওয়া সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল।

আহাম্মদ : ব্যাপারটা কি অতই সোজা!

উনেন : সত্যি, আমাকে এখন তা'হলে বলতেই হচ্ছে।

মুনীর : বেশ, শোনাও আমাদের।

মোড়ল : সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে। ঠিক যেমনটি করে বলা উচিৎ।

আহাম্মদ : ঘটনার ঊর্ধ্বে। বিনা অতিরঞ্জনে।

মুনীর : কোন আবেগ না দিয়ে, একবারে অবিচলিত থেকে।

উনেন : (এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে) রোজ সকালেই আমার মাথা ধরে।

মোড়ল : না, মদের কথা নয়। সেই বার্তা।

আহাম্মদ : প্রজনন বেদনাবিধুর।

মুনীর : প্রকৃতির বেলায় কোনটা।

আহাম্মদ : বেদনা না আনন্দ।

মুনীর : শুধুই খেলা, শুধুই আনন্দ।

আহাম্মদ : শুধুই ব্যথা, শুধুই বেদনা।

মোড়ল : প্রকৃতি নির্বিকার।

মুনীর : কি আনন্দে, কি বেদনায়।

আহাম্মদ : বেদনায়, শুধু বেদনায়।

মুনীর : যেতে দাও।

মোড়ল : বলো হে গর্দভচন্দ্র।
আহাম্মদ : বলে যাও হে বোকাচণ্ডী।
মোড়ল : পুরোহিতের সেই বার্তা।
মুনীর : উপেং-এর বার্তা মোড়লের জন্য।
উনেন : উপেং-এর বার্তা এই।
আহাম্মদ : সংক্ষেপে বলো আমাদের।
মোড়ল : পুরোহিত যেমনটি বলেছেন।
মুনীর : শোনার অপেক্ষায় ক্ষয়ে যাচ্ছি আমি।
আহাম্মদ : দেখার অপেক্ষায় বেঁচে আছি আমি।
মোড়ল : দেখা ও শোনার প্রতীক্ষায় রয়েছি আমি।
মুনীর : দেখা এবং শোনার আগে কিছুই বিশ্বাস করা চলে না।
উনেন : এখন সেই বার্তা শোনাবো আমি।
আহাম্মদ : শোনাতে মিলয়ে বিশ্বাস, দেখতে মিলয়ে বিশ্বাস, স্পর্শতে মিলয়ে বিশ্বাস, বিশ্বাস সব কিছুতেই।
মোড়ল : না জীবিতেরাই শুধু বিশ্বাসে বিশ্বাসী।
মুনীর : না মৃতেরাই শুধু জানে বিশ্বাসের মর্ম।
উনেন : কিন্তু উপেংকে তোমাদের বিশ্বাস করতেই হবে।
আহাম্মদ : কেন?
উনেন : জীবনে এক বর্ণ মিথ্যাও বলেনি সে।
মুনীর : ওটা কিছু নিশ্চয়তা নয়।
আহাম্মদ : তার স্বাধীনতায় কোন আগল দেওয়া ছিল না। স্থিরতা কি আছে?
মোড়ল : তাকে বিশ্বাস করাই যাক না। ফুর্তি বই তো নয়। কি আসে যায় এতে! মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে চলেছি আমরা, এতো জানা কথা। এই তো জীবন।
উনেন : উপেং নিশ্চয়ই নিরাশ হবে।
মোড়ল : নিজেদের কিম্বা অনাগত বংশধরদের আমরা নিরাশ করতে পারি না। প্রাণপণ চেষ্টা করবো নৈরাশ্য এড়াতে।
আহাম্মদ : (ঔৎসুক্য সহকারে) যদি বিশ্বাস তাকে আমরা না করি।
উনেন : যদি সেই ব্যাপারটা তার আশানুরূপ না ঘটে।
মুনীর : কিন্তু সেই খবরের— সেই বার্তার কি?
উনেন : (জমকপূর্ণভাবে) সে আসছে।
আহাম্মদ : সে আসছে, চমৎকার।
মুনীর : যাক আমি বাঁচলাম।
মোড়ল : সে আসছে, আসছে।
উনেন : উপেং ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গ্যাছে, সেই তাকে, আপনাদের সামনে হাজির করবে বলে।

আহাম্মদ : সোজা পথে এলেই হয়।
মুনীর : কাঁটা বনের মাঝ দিয়ে।
মোড়ল : পৌঁছবে সে কখন। এ প্রতীক্ষায় আর আমি থাকতে পারছি না। আশার একটা সীমা আছে।
উনেন : সে বলেছে বয়স্করাই শুধু তাকে দেখতে পাবে।
মোড়ল : এ বড়ো বিড়ম্বনা হলো। ছেলেমেয়েদের ভোলানো, সহজ তো নয়।
আহাম্মদ : ছোট ছোট বাচ্চারা। তাদের বাপ-মাদের অতিষ্ঠ করে তুলবে।
মুনীর : বড় নিষ্ঠুরতা করা হবে তাদের ওপর।
মোড়ল : কাদের ওপর বলছো, বাচ্চাদের না বাপ-মাদের?
মুনীর : দু দলেরই।
আহাম্মদ : এ রকম ব্যাপার ফি হপ্তায়, কি ফি মাসে, মায় কি ফি বছরে একটা ঘটে না।
মোড়ল : ঠিক, ঠিক বলেছ। যুগ যুগ পরে ঘটে।
আহাম্মদ : শেষ বারেরটা ঘটেছিল কবে?
মুনীর : (যেন দুঃখিত) আমার মনে পড়ে না।
উনেন : তুমি নিশ্চয়ই খুব ছোট্ট ছিলে। হয়তো যেতে তোমায় বারণ করেছিল ওরা।
মোড়ল : একটা দেখেছি বলে মনে পড়ে আমার।
উনেন : মোড়লপুত্রের বিশেষ অধিকার বলে।
মোড়ল : না।
আহাম্মদ : হ্যাঁ নিশ্চয়ই।
মোড়ল : (গম্ভীরভাবে) না।
মুনীর : এছাড়া আর কি হতে পারে।
উনেন : সত্য গোপন করো না।
মোড়ল : নাতি বলে ...
উনেন : ও সেই জন্যে।
মোড়ল : আমার বাবাকে বাঘে খেয়েছিল। সুন্দরবনে গিয়েছিল খানিকটা ফুর্তির জন্যে। আমার বয়স তখন সবে এক মাস।
আহাম্মদ : বড় আফসোসের কথা।
মুনীর : সত্যি নির্মম।
উনেন : তুমি গো ধরেছিলে বলেই তো।
মুনীর : (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে) খেয়ালী প্রকৃতি।
উনেন : আমি বলছিলাম তাকে দেখার জন্য।
মোড়ল : আমি নই, আমার দাদা— কারুর কথাই সে শোনেনি।
মুনীর : সে নিশ্চয়ই সাহসী ছিল।

আহাম্মদ : চিরাচরিত প্রথাকে মানতোই না কখনো।
উনেন : বিরাট পুরুষ বটে!
আহাম্মদ : (বিরক্ত হয়ে) যত সব বাজে।
মোড়ল : এতো সাহস, আমার কথার উপরে কথা!
আহাম্মদ : আমি বলছিলাম ...
মোড়ল : ... কি ঐ বাঘের কথা?
আহাম্মদ : উঁহু; উঁহু।
মোড়ল : আমার এক মাস বয়সের কথা?
আহাম্মদ : উঁহু, উঁহু, উঁহু ...
মোড়ল : আমার দাদার কথা?
আহাম্মদ : ঠিক তাই।
মোড়ল : হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলো। সে তেমন কোন আহাম্মক ছিল না।
আহাম্মদ : তাঁর কথা বলিনি! এই তাঁকে নিয়ে সমস্ত কথা।
উনেন : কেন, এতো সত্য কথা। সত্যিকারের বিরাট পুরুষ ছিল সে। আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি আমি তাঁর কথা।
আহাম্মদ : আর তোমার বাবাই বা কে ছিল?
মুনীর : সে সব কথা রাখো। সেই আবির্ভাব, তার কথা বলো আমাদের।
উনেন : (বড় দুঃখের সঙ্গে) আমার অজ্ঞতা আমি স্বীকার করছি।
মুনীর : তোমার বকবকানি থামাও। আমি মোড়লকে জিজ্ঞেস করছি।
আহাম্মদ : সেই লোকগুলোর, সেই উত্তেজনার, সেই আবির্ভাব— তার কথা।
উনেন : বলো আমাদের, কি দেখেছিলে? আমি জানতে চাই।
মোড়ল : কিছু না।
আহাম্মদ : কি?
উনেন : সে কি রকম? এ অসম্ভব।
মোড়ল : হ্যাঁ, কিছু না, আদপেই কিচ্ছু না।
উনেন : তুমি নিশ্চয়ই চোখ বুঁজে ছিলে।
মুনীর : তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছো বলতে।
আহাম্মদ : কি, বলো।
উনেন : অতীত কখনো স্পষ্ট করো না। জীবনটা একটা চক্র।
মোড়ল : না, ভীত আমি নই।
আহাম্মদ : ব্যাপারটা কি তাহলে?
মুনীর : খুঁটিনাটি না বললেও কিছু বলো।
উনেন : খুঁটিনাটি সব নিশ্চয়ই ভুলে গেছে সে।
মোড়ল : স্মরণশক্তি আমার চমৎকার!
আহাম্মদ : তাহলে বলো আমাদের— কি দেখেছিলে তুমি।

মোড়ল : আমি কিছুই দেখিনি, একেবারেই কিচ্ছু না।
মুনীর : তখন কুয়াশায় ঢাকা ছিল বলতে চাও?
উনেন : সে কি সূর্যাস্তের পরে ঘটেছিল?
মোড়ল : ঠিক সময়ই ঘটেছিল।
মুনীর : কি বোঝাতে চাও তুমি?
মোড়ল : সূর্য তখনও মধ্য গগনে, দিনের মোটামুটি এ রকম সময়। এই ধরো, বারোটা।
আহাম্মদ : তাহলে তো ভালো করেই দেখেছো তুমি।
মোড়ল : না, কিচ্ছুই না।
উনেন : অমন বোলো না, বোলো না। আমার সব বিশ্বাস গুঁড়িয়ে যাবে।
মোড়ল : না সে কখনো আসেনি। আমার দাদার উঠোন অবধি কখনো এসে পৌঁছোয় নি।
উনেন : কি লজ্জা!
আহাম্মদ : কি দুর্ভাগ্য!
মুনীর : আমি সর্বস্ব খোয়ালাম!
মোড়ল : সেটা পথেই তলিয়ে গ্যাছে। আশ্চর্য এক ঘন মেঘ তার শেষ চিহ্নটুকুও উড়িয়ে নিয়ে গ্যালো। পুরোহিত এবং তার দলবল আর বন্দরে পৌঁছলো না কোনদিন। একটা নৌকার ভেতর ছিল তারা। সেটা বারকয়েক পাক খেলো, আর পালটা একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।
উনেন : পবিত্র জিনিসের উপর অতো বুলি নাই কপচালে ...
মোড়ল : (ক্ষুব্ধ হয়ে) শোনো হে ছোকরা!
আহাম্মদ : মনে হচ্ছে তাকে আমরা সবাই দেখবো এই প্রথম বারের মত।
মুনীর : হয়তো বা শেষ বারের মত।
উনেন : জীবনে শুধুই এক বারের মত।
[উপেং প্রবেশ করে। পর্যানুক্রমে মোড়ল এবং আর সবাইয়ের দিকে আনত হয়। উপেং বুড়ো। শুভ্র কেশ ইত্যাদি। দার্শনিক, নিষ্ঠাগত প্রাণ। মানুষের প্রতিটি কর্মে কোন এক অদৃশ্য হাতের ইশারা বোধ করে সে। পরনে মূল্যবান লুঙ্গি, গায়ে শুভ্র রেশমী জামা, মাথায় সূক্ষ্ম কাজ করা তয়া।]
মোড়ল : আমাদের তুমি অপেক্ষায় রেখেছো উপেং।
আহাম্মদ : স্বপ্ন আমার বাস্তব হলো।
মুনীর : এখন আমার মৃত্যুও যদি হয়, কোন খেদ থাকবে না আমার।
উনেন : হে আচার্য, অনুষ্ঠান শুরু করবে কি?
উপেং : কুসুম-কলি আপন সময়ে ফোটে। পল্লবপত্র শুধু সমীর হিল্লোলে বেজে ওঠে। অধৈর্য হয়ো না উনেন। আমাদের একটি মাত্র জীবন। শুধু একটাই। দুহাতে আমরা ধরে রাখবো এ জীবনকে। উন্মাদের মত ছুটোছুটি করে আমরা তা হারাতে পারি না।

মোড়ল : খুবই খাঁটি কথা। আমরা ধৈর্য ধরবো। আমাদের জাতির মর্যাদা আমরা রাখবো।

উপেং : আমি তোমাদের ঐকান্তিক মনোযোগ আকর্ষণ করছি। যদি আমরা অসাবধান হই তাহলে আমাদের জীবন দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে। এ আমাদের সারা জীবনের সুযোগ। যেকোন মুহূর্তে সে এসে পড়বে। এসো অনুষ্ঠান শুরু করি আমরা।

[সে তালি দেয়। চারটি দণ্ড নিয়ে চারজন পার্ষদ প্রবেশ করে। মঞ্চের মাঝখানে চতুর্ভুজের আকারে তারা সেগুলো গেড়ে দিয়ে চলে যায়। আবার তারা ফিরে আসে এবং মাটির পাত্রে ধূপ জ্বালিয়ে দণ্ডগুলোর গোড়ায় সেগুলো রাখে। এরপর তারা কতগুলো মাটির প্রদীপ সাজায়। ... পাত্র থেকে সুবাসিত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে থাকে। ... চার পার্ষদ ফিরে এসে দাঁড়ায়, শ্লোকের সঙ্গে দোহারকি দেবার জন্য।]

উপেং : আমি উপেং, এ উপজাতির সর্বপ্রধান পুরোহিত, যুগাদিক্রমে যে সেবা করে আসছে মন্দির তোমার হে প্রভু।

পার্ষদ : সেবা করে আসছে মন্দির তোমার হে প্রভু।

উপেং : বিনিদ্র রাত্রি যে জেগেছে তোমরাই প্রার্থনায়।

পার্ষদ : তোমারই প্রার্থনায়।

উপেং : সজ্ঞানে যে দুরাচার করেনি কখনো।

পার্ষদ : সজ্ঞানে দুরাচার করেনি কখনো।

উপেং : দিতে পারে যে জীবন তোমারই আদেশে।

পার্ষদ : জীবন তোমারই আদেশে।

উপেং : পাপী-তাপী আমরা, নিষ্কলুষ তুমি হে প্রভু।

পার্ষদ : নিষ্কলুষ তুমি হে প্রভু।

উপেং : কৃপা করো, কৃপা করো, কৃপা করো—

[সে তালি দেয় এবং পার্ষদেরা বেরিয়ে যায়। সে আনত হয় এবং করপুট একত্র করে। চোখ নিমীলিত।]

উনেন : (পুরোহিতকে দেখিয়ে) তার মুখের দিকে দ্যাখো, আশ্চর্য এক স্বর্গীয় দীপ্তি। না কি কষ্ট পাচ্ছে কোন?

মোড়ল : সে আসছে।

আহাম্মদ : কোন কথা নয়।

মোড়ল : (ফিসফিস করে) অনন্ত শান্তি, মৃত্যুর নীরবতা।

[কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নিথর স্তব্ধতা। পদধ্বনি শুনতে পায় তারা। পুরোহিত ছাড়া সবাই ঝুঁকে দেখছে। অত্যন্ত সুন্দর একটি মেয়ে শাদা কাপড় পরা— কিছুটা অনাবৃত, পুষ্পান্বিতা হয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। তাকে পুরোহিতের পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। পার্ষদেরা তাদের পূর্বতন জায়গায় এসে দাঁড়ায়।]

উপেং : হে প্রভু, বড় বিপন্ন আমরা, বড় অসহায়!

পার্ষদ : বড় বিপন্ন আমরা, বড় অসহায়।

উপেং : দেখাও আমাদের, সেই মহিমা তোমার, সেই নিরাকার, নিরাবয়ব, নিঃসীম শূন্যতার।

পার্ষদ : নিরাকার, নিরাকার, নিঃসীম শূন্যতার।

উপেং : ত্রাণ করো, ত্রাণ করো তুমি আমাদের ত্রাণ করো, ত্রাণ করো তুমি সকলের।

পার্ষদ : ত্রাণ করো, ত্রাণ করো, ত্রাণ করো।

উপেং : (পার্ষদের দিকে ফিরে) তোমরা যাও অশ্বত্থের ছায়ায় বিশ্রাম করো গিয়ে। [পার্ষদেরা আনত হয় এবং বেরিয়ে যায়।]

মোড়ল : অনূঢ়া কুমারী, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তার মুখ দেখেই বলে দিতে পারি আমি। (মেয়েটি বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়া চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং হঠাৎ থেমে যায়। সবাইকে একেবারে হতভম্ব করে দেয়।)

আহাম্মদ : কাজ শুরু করা যাক, এক মুহূর্ত আর নষ্ট না করে।

মুনীর : সে কেমন মাথা দোলাচ্ছে, অদ্ভুত এক আলোড়ন জেগেছে তার সারা দেহে। স্বর্গীয় এক অগ্নিশিখায় যুগান্তরিত হয়েছে যেন।

উপেং : গত তিন দিন ধরে সে কিছুই খেতে পায়নি। তার আঙুলের ভেতর আমি সুঁচ ফুটিয়েছি। খড়ম দিয়ে তার নগ্ন দেহ পেটানো হয়েছে। তার চোখে আমি সর্ষের তেল আর লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়েছি। প্রথমটা সে চিৎকার করেছে, হৈ চৈ করেছে, পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে, বিলাপ করেছে, তারপরে ...একেবারেই চুপ, নিষ্কম্প নিস্তব্ধতা। নিবেদিতা যারা, তাদের লক্ষণ এই। নির্যাতনকে মেনে নিতে হয়, হাসিমুখে তা সইতে হয়, এবং সব শেষে অনড় হয়ে যেতে হয়।

মোড়ল : কি অপূর্ব স্বর্গীয় বিন্যাস।

উপেং : ভাই সব, এ দ্বীপের ভবিষ্যৎ জানার জন্য তোমরা সকলে সমবেত হয়েছো। সব কিছুই বলবে সে, ভবিষ্যতে যা যা ঘটবে সব। তবে আমার একটা শর্ত আছে।

মোড়ল : রাজী— শর্ত সে যাই হোক। ত্বরা করো।

আহাম্মদ : আমি সব কিছু দিতে রাজী, এই ভবিষ্যৎ জানার জন্য। মানবতার ভবিষ্যৎ।

মুনীর : বলো, বলে যাও।

উপেং : আমরা উপজাতি। তোমাদের ভয় আছে বিশ্বাস নেই, সমঝোতা আছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নেই, নৈরাশ্য আছে বিনয় নেই। অতএব অতীতের কথাই বলবে সে প্রথমে। তোমরা যাতে সত্যাসত্য যাচাই করতে পারো। ঐশ্বরিক শক্তিতে প্রত্যয় হবে তোমাদের। সে এখন স্বর্গীয় এক আলোকরশ্মিতে আশ্রিতা। আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, অথচ ধরতে পারবো না কখনো।

মোড়ল : বিগত যুগের মানুষের কাহিনী শুনবো, এতো রীতিমত আনন্দের ব্যাপার।

আহাম্মদ : অতীতকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বর্তমানই আসল। তাকে বর্তমানের কথাই বলতে হবে। এবং ভবিষ্যতের তো বটেই। মৃত্যুকে আবার জাগিয়ে তোলা কেন। দুঃস্বপ্ন দেখবে তারা।

[মেয়েটি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। যদিও সন্ত্রস্ত, তবু সবাই ওর জন্য কষ্ট বোধ করে।]

উপেং : (প্রশান্তভাবে) তোমরা ভুল করছো। নিবেদিতা মৃতদের স্পর্শই করবে না। তোমাদেরই অতীতের কথা বলবে সে। যদি চাও— পরখ করে দেখতে পারো। জীবিতদের সম্বন্ধে; দশ আঙুলের খেলা দেখাতে পারে যারা, রোদ এবং বৃষ্টি এখনো অনুভব করে যারা, আর অবোধ্য সব শব্দ দিয়ে ভেলকি দেখাতে পারে যারা,— তাদের অতীতের কথা। প্রথমে সে বলবে মোড়লের কথা। জ্ঞানে, মর্যাদায়, ন্যায়বিচারে যে অভ্রভেদী তোরণের মতো।

মোড়ল : আমার অতীতের কথা শুনতে চাই না আমি। অনেক আগেই তার আমি গোর দিয়েছি। তা দিয়ে কারও কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বরং শুনবো গৌরবদীপ্ত বর্তমানের, আশা-ভরা ভবিষ্যতের কথা।

উপেং : অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। শুধু বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা। এগুলো পৃথক করা চলে না। অতীতে যা শুনেছো, তা বর্তমানে, বর্তমানে যখন আছো মন ছুটে চলেছে ভবিষ্যতে। আর বিবেক ঘড়ির দোলকের মতো ভূত আর ভবিষ্যতের মধ্যে দুলে চলেছে। বর্তমানকে সঁপে দেওয়া হয়েছে নিয়মিত হাতে। (বিরতি) বর্তমান। (বিরতি) অসাড়, অনড়, একটি মুহূর্ত শুধু।

আহাম্মদ : রাজী হও না কেন তুমি। ওর অতীতই শোনা যাক। জানার মধ্যে তো শুধু কয়েকটি কথা— জীবনের কয়েক লহমা দিশাহীনতার, কিছু আশা আর অসংখ্য নিরাশার। মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিও না। ত্যাগ স্বীকার করো। ত্যাগ স্বীকার করো, বৃহত্তর প্রতিফলের উদ্দেশ্যে।

মুনীর : হয়তো একটা ঘোড়া, একজন সওয়ার, আর অনন্ত অন্তহীন সূর্যাস্তের ছটা। ভাগ্যে তো এই।

উনেন : এই একমাত্র সুযোগ। আমাদের ভবিষ্যৎ জানতেই হবে আমাদের। আমি ওকে হত্যা করবো।

[মেয়েটি উন্মাদের মত হেসে ওঠে। পরিস্থিতি তড়িতস্পৃষ্ট যেন। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।]

উপেং : ক্রমেই ওর উপর ভর হচ্ছে, দ্যাখো। হে প্রভু, তোমার শাসন বিরাজে সর্ব ভূতে, সাধুসন্ত ও শয়তান নির্বিশেষে, সাগরে ও সমীরে, জীবন-মুখর এই দ্বীপে, যেখানেই তুমি হও, সহায় হও তুমি আমাদের। এই নিবেদিতাই একমাত্র আশা।

মুনীর : নিশ্চয়ই তার উপর ভর হয়েছে। দেহে তার এক দীপ্তি বোধ করছি যেন। এ যেন আমাকেও রাঙিয়ে তুলছে। কোন কিছুতেই তেমন বিশ্বাস ছিল না আমার। আর এখন ... এক গোছা কচুরীপানার মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছি যেন। বাস্তবিকই অদ্ভুত ব্যাপার।

আহাম্মদ : আমি আত্মবিসর্জন দিতে রাজী। ঘৃণা ও লজ্জা সব কিছুই মাথা পেতে নিতে আমি প্রস্তুত। আমার অতীতের কথা বলতে দাও ওকে। নিজের অতীতকে আমি অস্বীকার করবো না।

উনেন : ওকে নিয়েই শুরু করা যাক।

উপেং : না, উনেন। মোড়ল বয়সে প্রবীণ। তার জীবন অনেক বেশি ঘটনাবহুল হবে। অতীতের কথা শুনতে সবারই ভালো লাগে। অনেক হালকা বোধ করবে সে।

মোড়ল : এ ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি। আমাকে নিয়ে এ রকম প্রদর্শনী করা চলবে না।

উপেং : সাহস ধরো মোড়ল, সাহস ধরো। আমরা সবাই প্রবাল কীট। আমরা মরে যাবো আর আমাদের জৈব-শিলায় গড়ে উঠবে আরেক দ্বীপ। পুতুল আর পুতুল নাচিয়েরা নাচবে, গান গাইবে সেখানে, অনুরাগ-বিরাগে মাতবে। খুব অল্প লোকই গর্ব করতে পারে এমন ...

হে নিবেদিতা, তুমি কি আমার কথা শুনছো ... শুনতে পাচ্ছো তুমি। (মেয়েটি হাত দুটো একবার তুলে আরেকবার নামিয়ে এধার-ওধার দোলে নিমীলিত চোখে) মোড়লের অতীত আমাদের বলো। তাহলেই শুধু এরা বিশ্বাস করবে তোমাতে, নিজেদের এবং ভবিষ্যতে। (সে বিড় বিড় করতে শুরু করে)। দুর্ভিক্ষ, জরা, মহামারী, স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূতদের হে প্রভু, সহায় হও তুমি তার, সহায় হও তুমি মানবতার।

[দূর থেকে ঢোলকের মৃদু শব্দ ভেসে আসে। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে। আনত হয়ে যুক্ত করে উনেন হাঁটু গেড়ে বসে। মেয়েটি চাপা গলায় কি যেন গায়। ঢোলের আওয়াজ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। মেয়েটি প্রকম্পিত চীৎকার দেয়, খিল খিল হেসে ওঠে। পুরোহিত জোরে জোরে মন্ত্র পড়ে, এবং উনেনও যোগ দেয়। মোড়ল, আহাম্মদ এবং মুনীর হাতের ভেতর হাত পেঁচিয়ে মঞ্চের পেছন দিকে সারি দিয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটি শ্রান্ত হয়ে হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায়।... ঢুলি প্রবেশ করে। হঠাৎ মৃত্যুর নীরবতা নেমে আসে।]

ঢুলী : এই দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে, অদ্য রাত্রি সাতটার মধ্যে আমরা ভীষণ এক ঘূর্ণিবাত্যার আশঙ্কা করিতেছি। ঝিরি ঝিরি নরম বাতাস বহিয়া আনিবে আগুনের হল্কা। সাগরের কণ্ঠ হইতে নির্গত

হইবে রক্তিম লাভাস্রোত। সমস্ত কিছুই ধুইয়া, মুছিয়া যাইবে। আবহাওয়া দপ্তরের এই ঘোষণা। অনুরোধ করা যাইতেছে যেন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। পূর্ণ মর্যাদার সহিত এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে হইবে। আমাদের নৌকাগুলি পুরাতন এবং বাচ্চাদের জন্য সেগুলি যথেষ্ট নয়। যেকোন দিক হইতেই নিকটবর্তী উপকূল পাঁচ মাইলেও বেশী দূরে। সাঁতরাইয়া যাওয়াও অসম্ভব। হাঙ্গরকুল যুগ যুগ ধরিয়া ক্ষুধার্ত। এ দ্বীপের চতুর্দিক উন্মুক্ত, সম্পূর্ণ অরক্ষিত। সমুদ্রের মাণিক এই দ্বীপ প্লাবিত, বিধ্বস্ত ও নিমজ্জিত হইবে। আমরা ঘূর্ণিবাত্যার অপেক্ষায় আছি। আজ রাত সাতটা পর্যন্ত।

[সে ঢোল বাজাতে শুরু করে। যেন তাণ্ডবনৃত্যের ঢুলী সে। সে বেরিয়ে যায়। মঞ্চের লোকগুলো নিজের জায়গায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্থাপত্যের নিদর্শন যেন। উনেন ঢুলীর অনুসরণ করে মন্ত্রমুগ্ধের মত।]

উপেং : উনেন চলে গেলো। উনেন...

মেয়েটি : আসছে, ঐ সে আসছে। ঐ সে আসছে। আমি তোমাদের বলবো। ভবিষ্যতের কথা বলবো। সব বলবো। মানবতার ভবিষ্যতের কথা।

(খিলখিল হাসি এবং পরে কান্না।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

সময় : সন্ধ্যা ছয়টা

স্থান : একই

[মঞ্চে আবছা অন্ধকার। প্রদীপ আর ধূপ নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা লোক প্রবেশ করে। আকাশে সূর্য আছে, সেটা ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে।]

লোকটা : (শিষ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবারই বিফল হয়। সে ঠোঁটদুটো পরিষ্কার করে আবার চেষ্টা করে) অন্ধকার হয়ে গ্যালো এতো শীগ্‌গিরই। আশ্চর্য! কেমন ক্লান্ত মনে হচ্ছে যেন। (কাঁসার ছয়টা ঘণ্টা বেজে উঠল)। দূর ছাই, সবে ছয়টা বাজল। ঠিক গুণলাম তো? হয়তো গুণেছি। যাকগে, ঘণ্টা বাজিয়েরও যেমন ভুল হতে পারে আমারও তেমনি হতে পারে। অসম্ভব গরম পড়েছে আজ বিকেলটায়। প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে। গান শুরু করা যাক। না, শিষ দেয়ার চেষ্টা করা যাক আবার। (ঠোঁট পরিষ্কার করে নেয়। শিষ দেওয়ার কসরৎ করে। এক দাগী প্রবেশ করে। পরনে পাজামা, শার্টটার ওপর দিক ছেঁড়া। বয়স বছর পঁয়তিরিশেক; অত্যন্ত সজাগ লোক।]

দাগী : থামাও তোমার ঐ মাথাধরানো শিষ। শান্তিতে থাকতে পারো না?

লোকটা : বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি আমি। আর বেশী কিছু করার সাধ্য আমার নেই। (বিরতি) সবাই আমাকে নিষ্কর্মা ঠাউরেছে। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম শুধু শিষ বাজিয়েই যাব। বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু কায়দাটা এবার রপ্ত করতে পারলেই ভাষার ব্যবগার বন্ধ করে, মনের সব ভাব শিষ দিয়েই প্রকাশ করা যায়। (সে শিষ দেয়) এটা হলো কোন সুন্দরী তন্বীর রূপের প্রশংসা। (মুখের ভিতর আঙুল পুরে দিয়ে শিষ দেয়)। আরেকটা কায়দা। ব্যাপারটা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। চেষ্টা করে দ্যাখো, পারবে।

দাগী : নাম কি তোমার?

লোকটা : শিষদার।

দাগী : কি?

লোকটা : শিষদার। (সে শিষ দেয়)

দাগী : ওটা কেন কর তুমি?

লোকটা : একবার দ্যাখো, দ্যাখো চেষ্টা করে, দ্যাখো। দেখবে বেশ মজা লাগছে।

দাগী : রাখো তোমার যতসব আজেবাজে জিনিস।

লোকটা : এটা আরো গুরুতর।

দাগী : আমার সঙ্গে তামাশা!

লোকটা : (কোমর থেকে একটা বাঁশী বার করে এবং একবারে যাচ্ছেতাই রকমের বাজায়) আস্তে আস্তে ঠিক ভালো বাজাতে পারবো। (খুশী করার ভাব নিয়ে) তোমার সাহায্য নিয়ে।

দাগী : পুরো নাম কি তোমার?

লোকটা : শিষদার বংশীধারী। আমাকে চেন না তুমি? আমিও যে চিনি না তোমাকে। আশ্চর্য তো!

দাগী : (অপ্রতিভভাবে) অনেক দিন বাইরে ছিলাম কিনা। (প্রসঙ্গান্তর প্রচেষ্টায়) দ্বীপটা এতো বদলে গ্যাছে; চেনাই যায় না।

লোকটা : না বদলে উপায় কি। কদ্দিন ধরে বাইরে ছিলে?

দাগী : প্রায় বছর দশেক।

লোকটা : অনেক টাকা কামিয়েছো নিশ্চয়ই। শোন, আমি তোমাকে ব্যবসায়ের নতুন পথ বাৎলাই। সাফল্য সুনিশ্চিত।

দাগী : সময়টা আমি কয়েদখানায় কাটিয়েছি। মাত্র এই পাজামা সম্বল করে বেরিয়ে এসেছি।

লোকটা : এখানটায় ওই যথেষ্ট। চাটাই থেকে এক লাফে গালিচা। এবার আমি বাঁশি বাজাই। কয়েদখানায় গিয়েছিলে কেন?

দাগী : শ'য়ে শ'য়ে লোক খুন করেছি আমি। তুমি গুণে শুমার করতে পারবে না এ্যাতো।

লোকটা : (কিছুটা ভারাক্রান্ত গলায়) পারবো, হ্যাঁ পারি বৈকি, আমি পারি। হ্যাঁ, শীঘ্র দিতে পারি আমি।

দাগী : আমার রক্ষকই আমাকে ধরিয়ে দেয়।
লোকটা : আর আমার রক্ষক আমার মতো করে চলতেই দ্যায় না আমাকে।
দাগী : আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি।
লোকটা : তা'হলে, সেই জন্যই তুমি বেরিয়ে এসেছো।
দাগী : ওরা আমাকে জোর করে বার করে দিয়েছে।
লোকটা : তাতে কি এসে যায়।
দাগী : কয়েদখানায় কেন যে ছিলাম সে আমার জানা ছিল, বাইরে কিসের জন্যই বা এলাম জানি না কিছু।
লোকটা : এই যে বললে প্রতিশোধ নিতে।
দাগী : সে তো হলো একটা উছিলা।
লোকটা : বেচারা মানুষ।
দাগী : সবাইকে ওরা বার করে দিলে। কয়েদখানায় একটি প্রাণীও নেই।
লোকটা : কেন, দুর্ভিক্ষ লেগেছে না কি?
দাগী : গাধা কোথাকার। লোকগুলো এখন আর রেখে কি হবে।
লোকটা : সেই বা কেমন?
দাগী : খবর শোনো নি?
লোকটা : একটি অভিসারের সন্নিযোগ হয়েছে, শুধুই এই। একটি গার্দ্ধব্য মিলন সাঙ্গ হয়েছে— শুধু এই, এই। একটি নবজাতককে স্বাগত জানানো হয়েছে শুধুই এই, এই, এই। একটি গলিত চর্ম বিদূষককে সমাহিত করা হযেছে। বাস। আর কি!
দাগী : কি বলতে চাও তুমি?
লোকটা : প্রথম তিনটে বানানো, শেষরটা এক প্রচণ্ড তামাশা।
দাগী : গাধা কোথাকার, ওসব কিছু নয়। আসল খবর— ঘূর্ণিবাত্যা। দানবিক ক্ষুধা নিয়ে এগিয়ে আসছে সে।
লোকটা : কেন? (দাগী হাল ছেড়ে দ্যায়, ভঙ্গি করে শুধু) আমাদের কি হবে?
দাগী : আমরা নিপীড়িত, আমরা নিপাতিত।
লোকটা : একটা চমৎকার সুর মনে আসছে আমার। আমি বাঁশিটা বাজাই। না, আমি গাইব। (ভাঙ্গা গলায়, অত্যন্ত বিরক্তিকরভাবে) তা, রা, না ...।
দাগী : (যেন একটা কিছু আবিষ্কার করেছে সে) তুমি গাইতে জানো না, এতো আমি জানতাম না।
লোকটা : বড়ো দুঃখ। তুমি আমায় একটু গেয়ে শোনাবে?
দাগী : আমি গাইতে জানি না।
লোকটা : (গম্ভীরভাবে) হেসো না গর্দভ। অবস্থা আমাদের একই।
দাগী : কাউকে ধরে এনে তোমাকে গান শোনাবো আমি।
লোকটা : ভারি খুশী হবো। চলো খুঁজে নিয়ে আসা যাক। জলদি।

দাগী : দাঁড়াও, আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে যে।
লোকটা : আমাকে খুশী করবে না তুমি? এই শিষদার বংশীধারীকে? (মেয়েটি একটা কলি সুর দিয়ে গেয়ে ওঠে— অতি ধীরে, যেন শোক-গীতি একটা)
লোকটা : আবার জড়িয়ে পড়ি আমারই স্বপ্নের উর্ণাজালে।
দাগী : অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ। ঐখানটায় কেউ আছে। ওকেই পাকড়াও করতে হবে আমাদের। সেই একমাত্র আশা। তোমাকে আমি সুখী করবো।
[একটা কলি গুনগুন করে গায়। দাগী একটা খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং মাটির পিদিমগুলো দেখতে পায়। একটা একটা করে সেগুলো জ্বালায় সে। এ সময়টায় লোকটি একটি কলি গাইবার জন্য ভীষণ কসরৎ করতে থাকে। জায়গাটা এতক্ষণে আবছা আবছা আলোকিত হলো।]
পুরোহিত : গণ্ডীর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করো না। জ্বলে খাক হয়ে যাবে। বিধাতার অভিশাপ নেমে আসবে তোমার উপর।
লোকটা : বিধাতা শিষদার বংশীধারীকেই মুক্ত করে দিয়েছেন শুধু।
মোড়ল : কে?
লোকটা : শিষদার বংশীধারী, মোড়ল।
দাগী : ওকে আমি সুখী করবো কথা দিয়েছি। তার জন্য কাউকে গাইতেই হবে।
পুরোহিত : খবরদার, নিবেদিতাকে স্পর্শ করো না।
মোড়ল : আমার প্রাণ থাকতে নয়।
আহাম্মদ : আমরা বেঁচে থাকতে নয়।
মুনীর : একজনের জন্য সে গাইতে পারে না কিছুতে।
লোকটা : গাইতে পারাই সম্ভব।
মুনীর : গাইতে পারা অসম্ভব।
মোড়ল : একেবারেই অসম্ভব।
পুরোহিত : নিবেদিতা সবার জন্য। এ ঈশ্বরের দান।
দাগী : না, তাকে গাইতে হবে, শুধু তারই জন্য।
আহাম্মদ : তুমি দেখছো আমরা রয়েছি এখানে। এটা বাস্তব। আমাদেরও কান আছে, সেও গাইতে পারে। তাও সত্যি। যতক্ষণ রয়েছি বাস্তবের সঙ্গে মানিয়েই আমাদের চলতে হবে। কোন উপায় নেই। তার কণ্ঠ আমাদের কানে এসে পৌঁছবেই। অতএব একজনের জন্য সে গাইতে পারে না। আমরা নিরুপায়।
দাগী : বেশ, তাহলে, সবাইবে খুন করবো আমি। আমি সেই কুখ্যাত দাগী। মোড়ল তার সাক্ষী দেবে। শতেক খুন আমার মাথার ওপরে ঝুলছে। আর দু' চারটিতে তেমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।
লোকটা : বিবেক আর নেই কোনো। আছে শুধু শিষদার বংশীধারী।

দাগী : একশ' কিংবা দুশো খুনের জন্য আমাকে তোমরা ফাঁসি দিতে পারো শুধু একবারই। এটা এক বাস্তব। সেটাই অলীক।

লোকটা : একঘেয়ে লাগছে আমার। সুখী করো আমায়। একটা গান হোক।

আহাম্মদ : চমৎকার বলেছো।

মোড়ল : তালওয়ালা একটা হোক।

পুরোহিত : অসম্ভব। তার ভবিষ্যৎ বলার কথা। দাগীদের জন্য সে গান গাইতে পারে না।

মোড়ল : তা তোমার ভবিষ্যৎ বলার জন্য তাকে অনুরোধ করতে পারো তুমি। এ মুহূর্তে এটাই তার পেশা।

আহাম্মদ : পেশাদারীরা ব্যবসামনা।

লোকটা : আমার গান কই? আর কতক্ষণ ধরে এ সমস্ত বাজে জিনিস সইতে হবে আমাকে?

দাগী : মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তোমাকে খুনই করতে হবে। অন্তত একটা লোককে সুখী আমি করবোই।

লোকটা : আমার ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে।

দাগী : অমনভাবে কথা বলো না। এ কাজ তো আমি তোমার জন্যই করছি। তুমি দ্যাখো, এক্ষুণি করছি আমি।

পুরোহিত : মানুষ হত্যা জঘন্য কাজ।

দাগী : বাসনার হত্যা জঘন্যতম।

মুনীর : (উন্মত্তের মতো) আমাকে হত্যা করো, হত্যা করো, আমি বলছি, আমাকে তুমি হত্যা করো। আমি তাকে সুখী করতে চাই।

দাগী : আমাকে বেছে নিতে হবে। তোমাকে না।

মুনীর : স্বেচ্ছানুবর্তীরা সম্মানীয়।

পুরোহিত : সকলেই সম্মানীয়।

নিবেদিতা : সম্মানীয় লোকদের ভবিষ্যৎ আমি বলবো এবং তারপর একটি গান গাইবো।

পুরোহিত : আমার আদেশ ছাড়া কোন কথা বলবে না তুমি।

লোকটা : তাকে অপমান করেছে সে।

মুনীর : এটা খুবই হীন কাজ হলো, উপেং।

আহাম্মদ : বয়স একজন লোকের পক্ষে খুবই লজ্জাকর।

লোকটা : আমি তাকে অপমান করবো। বাঁশিতে ফুঁ দেবো আমি। (বাঁশি বার করে, ... দুটো বেসুরো আওয়াজ করে) দিলাম অপমান করে।

দাগী : সামর্থ্য যদি থাকে তার উত্তর দাও। বেল্লিক কোথাকার। একটা বাঁশিও নেই পর্যন্ত। কত অসহায়।

আহাম্মদ : আমার মতে, সবকিছুই মোড়ল থেকে শুরু হওয়া উচিৎ। অতএব তাকেই হত্যা করো। তার নিজের অতীতকে সে স্বীকার করে না। বাঁচার কোন অধিকার নেই তার।

দাগী : আজব ব্যাপার তো। সেটাই তো একমাত্র জিনিস যেটা নিয়ে লোকে বলতে পারে যে, সে বাস্তবিকই কিছু একটা করেছে। আর সব তো আশা আর নিরাশা শুধু।

লোকটা : আমি সব সময়েই সব কিছু স্বীকার করে নিই— সকলের সব কিছু। বাঁশি দিয়ে সেগুলো শোনাই আর দিনরাত শিষ দেই। আমার সপ্তসুরের বিশাল জালে জড়িয়ে আছি আমি। কি পুরোহিত, ঠিক বলেছি কি না?

পুরোহিত : আমাকে যে অপমান করে তার কথার উত্তর দিই না আমি।

লোকটা : ও এই কথা। আমার বাঁশি নাও। ফুঁ দাও। ওতেই যথেষ্ট হবে।

পুরোহিত : অন্য কারো বাঁশি ছুঁতে চাই না আমি।

মেয়েটি : আমাকে দাও। আমি বাজাবো। আমার সমস্ত অনুভূতিকে রূপ দেওয়ার মত শক্তি কি এর আছে। আমাকে একটু বাজিয়ে দেখতে দাও। (সে তাকে বাঁশিটি দেয়।)

দাগী : বাঁশি বাজাচ্ছে সে। কিছুটা সুখী তুমি বোধ করছো, নিশ্চয়ই।

লোকটা : এ কিছুতে আমার চলে না।

দাগী : বেশ। তাকে গাইতে হবে।

পুরোহিত : তোমাকে বলেছি না, তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করো। (মেয়েটিকে) কোন কথা নয় আমার আদেশ ছাড়া।

লোকটা : এ লোকটা কেমন ঠেকছে।

আহাম্মদ : হত্যা তুমি করছো না কেন আমাকে? সেই সঙ্গে অবাঞ্ছিত কান দুটো যাক চলে। (সবাই একটু আতঙ্কিত হয়)।

মোড়ল : তোমাকে সে হত্যা করবে কেন?

আহাম্মদ : আমি যে সেই ক'জনারই একজন যারা তার সুখে বাধা দিচ্ছে। ঘণ্টা কয়েকের সুখ সেই অনিবার্য আবির্ভাবের আগে। তার পর তো আমাদের দৃষ্টি হবে আচ্ছন্ন, কণ্ঠ হবে রুদ্ধ।

মুনীর : এ রকম সুখ দিয়ে তার হবে কি?

আহাম্মদ : সুখ কি শুধু জীবনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত? হয়তো কয়েক লহমার চীৎকার বোধ হবে তার। এক আপন জগতের সৃষ্টি করবে সে। সেই তো যথেষ্ট।

মোড়ল : আমিই নিজেকে উৎসর্গ করবো। হত্যা করো, হত্যা করো আমাকে, আর যা চাও, তা তুলে নাও।

পুরোহিত : স্পর্শ করো না তাকে। হত্যা যদি করতেই হয় আমাকে করো। বেঁচে থাকার পক্ষে অনেক বুড়ো হয়েছি আমি।

লোকটা : যুক্তিটা বাজে হলো। মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারলো না সে। রায় : দোষী। (দুটো ফুঁ দেয়) এতেই যথেষ্ট হবে।

দাগী : স্বেচ্ছানুবর্তীদের হত্যা করতে পারি না আমি। বাধা পেলেই শুধু আমার হাত খোলে। সবাই সমস্বরে বলো 'না', একেবারে বজ্র গর্জনে। ব্যাপারটা তাহলে আমার জন্য আরো সহজ হবে।

লোকটা : আমি চলে যাচ্ছি।

দাগী : কেন? দাঁড়াও, এ সব তো আমি তোমারই জন্যে করছি।

লোকটা : একঘেয়ে লাগছে ভীষণ। আনন্দ হয়তো পাওয়া যাবে কিছু, অন্য কোনখানে।

[সে বেরিয়ে যায়]

দাগী : আমি তাহলে কি করি?

মোড়ল : আমরাই বা কি করি এখন?

আহাম্মদ : স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছিলাম আমি। দোষ কিছুতেই দিতে পারবে না আমায়।

মুনীর : নিবেদিতার জীবনের ইতিহাস শোনাতে পারো আমাদের?

মোড়ল : ইতিহাস বাজে। ভূগোলটাই মজার। খুব জমবে।

দাগী : সম্প্রতি মনস্তত্ত্ব নিয়েই মাতামাতি হতো কয়েদখানায়।

আহাম্মদ : তাই নাকি?

মুনীর : অবাক লাগছে শুনে।

পুরোহিত : নিবেদিতার কথা আমি বলবো এখন। একেবারে আদি থেকে।

মোড়ল : ত্বরা করো। ত্বরা করো। আমরা নিজেদের কাহিনী বলবো। একেবারেই অমার্জিতরূপে। আপন স্বীয়তার প্রাথমিক চিত্রায়ণ।

পুরোহিত : পক্ষপাতদুষ্ট হবে সেটা।

আহাম্মদ : তাহলে একে অপরের কথা বলি আমরা।

দাগী : আমায় কেউ জানে না, আমার কথা বলবে কে?

মুনীর : খেলাটাই মাটি করে দিলে।

মোড়ল : দলীয় চেতনা বজায় রাখতে হবে। ওর কথাও বলবো আমরা।

দাগী : আমায় বাদ দিও না তোমরা। বড় নিঃসহায় বোধ হয় নিজেকে।

পুরোহিত : তার কথা আমিই বলবো।

দাগী : যেমন?

পুরোহিত : তুমি হলে একটি খুনে। শিষদার বংশীধারীর ইয়ার একজন...।

দাগী : এবং এক্ষণে গণ্যমান্য লোকদের সাহচর্য উপভোগ করছে। এরপরে কি যে করবে সে সম্বন্ধে যাদের লেশমাত্র ধারণাও নেই।

মোড়ল : নিশ্চয়ই আছে। যা যা আমরা করছি, সেটা খুব ভালো রকমে জানি আমরা। বয়সী লোকদের জন্য রীতিমত অপমানজনক কথা এটা।

আহাম্মদ : (দোষ দিয়ে) দাগীকে নিয়ে শুরু করতে কে বলেছে তোমায়? মোড়লকে নিয়েই শুরু করা উচিত আমাদের।

পুরোহিত : মোড়ল হলো গিয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে এক মোড়লের সন্তান, জাত মোড়লের উত্তরাধিকারী সন্তান। এক মোড়লের নাতি। উত্তরাধিকারসূত্রে এক জাত মোড়লের উত্তরাধিকারী নাতি।

মোড়ল : থামাও যতোসব ছাইপাশ। আমার বাবা, দাদা, পরবাবা কাউকেই এদের স্মরণ করতে চাই না আমি। কবরের ভেতর থেকে আমার মা, দাদী, বুড়ী মা সবাই মুণ্ডপাত করবে আমার।

মুনীর : আমার বংশপঞ্জিকা মনে নেই আমার।

আহাম্মদ : অসুবিধে দেখলে বাঁদরের কথা মনে করলেই চলবে।

দাগী : আমার পায়ের উপরে ভর করে দাঁড়িয়েছি আমি। আমার থেকেই চারা গজাবে।

পুরোহিত : এই তো পুরুষের মতো কথা। কে জানে আমার প্রপিতামহরা হয়তো ছিলেন মুচি, মিস্ত্রি, কিংবা ফেরিওয়ালা। এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। আমি যা তাই আমি। এটাই খাঁটি। এ আমি যথার্থই জানি যে, আমি পুরোহিত আর এই মেয়েটি আশ্রিতা।

দাগী : কিন্তু আমার কাহিনী তোমাদের শুনতেই হবে। চিত্তাকর্ষক এবং ঘটনাবহুল। রহস্যে, রোমাঞ্চে, তাজা রক্তে আর সুগন্ধী রুমালে একেবারে ঠাসা।

মোড়ল : তাকে আমি নির্ঘাত হারিয়ে দোবো।

মুনীর : যথারীতি শ্রদ্ধা সহকারে বলি, তোমরা হলে গিয়ে রীতিমত দেবদূত-বিশেষ।

আহাম্মদ : আর পুরোহিতের জীবনটা নিশ্চয়ই নিরস কেটেছে।

পুরোহিত : গোপন কথা আমারও আছে।

দাগী : যদি কেউ ভালো করে জমিয়ে তুলতে পারে তাহলে তাকে আমি আমার সর্বস্ব দেবো।

পুরোহিত : (টিটকিরিসহকারে) দেবে বৈকি, পায়জামাটা।

আহাম্মদ : ঠিক বলছো তো? পায়জামাটা তোমার তো ঠিক?

দাগী : হ্যাঁ আমার। এই তসদিককরা ছবিটাই দ্যাখো না। পুরোনো ছবি। ছাঁটা মোচ, টেরীকাটা চুল— দেখতে তখন বেশ খুবসুরতই ছিলাম।

মুনীর : এখন একবার সুরৎখানা চেয়ে দ্যাখো।

দাগী : সেই বিকেল থেকে কোন সময় পাই নি একেবারেই।

মুনীর : (একটা ছোট আয়না বার করে) এই নাও। দেখে নাও একবার।

মোড়ল : ওটা এদিকে দাও।

আহাম্মদ : মেয়েদের আগে।

মেয়েটি : কে ডাকে আমায়... আসি আসব... আর কক্ষনো দেরি করবো না আমি ... ওরা সবাই এমন সব কাহিনী বলে যে তোমার কণ্ঠ ডুবে যায় ওতে। ... ওরা ওদের আগুনের কুণ্ড এমন দাউ দাউ করে জ্বালায় যে তোমার চাপা স্বর গলে যায় ওতে ... আর কক্ষনো দেরী করবে না। আমি ... এখনই রথ ছেড়ে দিয়ো না, না ... না ... না দিয়ো না ...।

[সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে]

দাগী : এই যে এদিকে দ্যাখো, লক্ষ্মী সোনা।

পুরোহিত : নিবেদিতা সে। ঐ রকম কক্ষনো সম্বোধন করবে না তাকে।

দাগী : মানে এই আয়নায়।

মেয়েটি : (সে আয়না তুলে ধরে। অশ্রু মুছে নেয়। তারপর মনোরম ব্রীড়ানম্র ভঙ্গীতে চুলগুলো পাঠ করতে থাকে। আর ফুলগুলো ঠিকমত গোঁজে। অভিসারের সুরে গুন গুন গাইতে শুরু করে)। উম ... উম...

মুনীর : মেয়েটা আমায় পাগল করে দেবে। এমন গুণী সে।

পুরোহিত : নাচতেও পারে সে।

দাগী : দাঁড়াও, শিষদার বংশীধারীকে নিয়ে আসি আমি। কি যে খুশীই হবে সে!

মোড়ল : শিষ বাজাবে না বাঁশি বাজাবে?

দাগী : হাজারো রকম জিনিস জানে সে।

আহাম্মদ : যেকোন কিছুরই ওপর সুর ধরাতে পারে সে। ঢুলীকেও নিয়ে আসা যাক না।

মুনীর : সে নিশ্চয়ই গাছটার তলায় ঘুমিয়ে আছে।

দাগী : আমি যাচ্ছি, দিয়ে আসছি তাদের। আমাকে বাদ দিয়ে শুরু করো না। কথা রইলো।

মোড়ল : কিছুক্ষণের জন্য আয়েশ করা যাক। (বিরতি) কিন্তু সত্যি কি বাঁশিতে সুরের খেলা খেলতে পারে সে?

আহাম্মদ : সবাই সবকিছু খেলতে পারে।

পুরোহিত : ধরিত্রী মায়ের খেলা, খেলছে, আমরা খেলছি পাশা আর জন্তুরা ...

মোড়ল : পাশা পছন্দ করি না আমি।

মুনীর : স্বর্গে গিয়েও ওরা ঐ খেলাই খেলবে।

আহাম্মদ : মানুষকে অসাড় অনড় করে দ্যায় এ। সক্রিয় কোন কিছুর নেহাতই দরকার আমাদের।

মোড়ল : (বাচ্চাসুলভ দুষ্টুমির সঙ্গে) ঠিক, একটা খেলা এসেছে মাথায়। আহাম্মদ, মুনীর, মনে আছে তোমাদের, যখন বাচ্চা ছিলাম— আধা ল্যাংটা, সেই বটগাছটার নীচে (অদ্ভুত আওয়াজ করে, হু-উ-ই-হ এই রকম পুরোনো পরিচিত শব্দ সব। হাত দিয়ে শক্ত একটা কিছুকে যেন

আঘাত করল। তারপর শূন্যে হঠাৎ কি যেন ধরে ফেলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। তারা হাসে ক্রমেতর উচ্চস্বরে)। সব সময়েই আমার কাছে হেরে গিয়ে পরে কেঁদে ফেলতে।

মুনীর : বুঝেছি, কি করতে চাও তুমি।

আহাম্মদ : আমিও বুঝেছি, কিন্তু আমি খেলবো না।

মোড়ল : না কেন? চেষ্টা করে যাও, ভালো হবে। আমাদের এই সুযোগ। তুমি ভুগতে থাকবে এ আমি চাই না। আবার যেন বলে বসো না, তোমার মা তোমায় মারবে কিংবা তোমার বাবা সন্ধ্যেবেলা খেলতে বারণ করে দিয়েছে।

আহাম্মদ : বানিয়ে বলবো না।

মুনীর : তাহলে বলো কি হয়েছে?

মোড়ল : আমাদের বলো, কি ব্যাপার।

আহাম্মদ : ভালো খেলতে পারি না আমি। প্রতিবারই তুমি আমায় হারিয়ে দিতে। মুশকিল হচ্ছে যে (বিরতি) এখন তো আর আমি কাঁদতে পারি না। বয়স হয়েছে।

মুনীর : একশো বার পারো। সেই শিশুকাল থেকে বন্ধু আমরা। এতে লজ্জার কিছুই নেই। এতো ঘরোয়া, নিজেদের মধ্যে, পুরোহিত সরে যাবে।

মোড়ল : (পুরোহিতকে) ডাণ্ডাটা দাও আমাকে। ঠিক বাগড়া দিয়ো না, বুঝেছো। ছোট কাঠের টুকরো কিম্বা একটা কিছু তুলে নাও।

মুনীর : মোড়লকে হারিয়ে দিতে পারার এই তোমার সুযোগ।

আহাম্মদ : তোমায় কথা দিচ্ছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।

পুরোহিত : কি করছো তোমরা? আমাকে দলে নেবে না তোমরা? বড় একা লাগছে আমার।

মেয়েটি : আর আমি?

মোড়ল : বকবকানি থামাও। মেয়েদের নেয়া হবে না। তা ... উম... তুমি হবে রেফারী। মাফ করো, এ ঘরোয়া, নিজেদের মধ্যে। (পুরোহিত সরে গিয়ে বসে এবং কতক্ষণ পরে শুয়ে যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। মোড়ল এক কোণে দাঁড়ায়। আহাম্মদ গুলি ছুঁড়ে মারে, গজ কয়েক দূরে গিয়ে পড়ে সেটা। মুনীর পেছনে দাঁড়ায়। মোড়ল প্রতিবারেই অসমর্থ হয়। মুখে ব্যথা প্রকাশ পায় এ রকম কয়েকবার করে তারা।)

আহাম্মদ : এবারে আমার পালা। ডাণ্ডাটা দাও আমাকে।

মোড়ল : ক'বার ছুঁড়েছো তুমি? খেলার একটা নিয়ম আছে সেটা তো মানবে, নাকি?

আহাম্মদ : আমি গুণিনি। বেশ, আবার শুরুর থেকে করছি তা হলে।

মুনীর : তিনটে অবধি গুনেছি বলে মনে হচ্ছে আমার।

মোড়ল : তাহলে কয়েকটা মাত্র বাকি আছে আর। যাক গে, শুরুর থেকেই আরম্ভ কর। (আবার কয়েক দান কসরৎ চলতে থাকে)

আহাম্মদ : (রাগতঃ)আমার পালা)। এবারে আমার পালা।

মোড়ল : না। আমার অনুমানে কয়েকটা আরো বাকি আছে।

মুনীর : মাফ করে দিও। আমি ঠিক গুণিনি। খেলায় মেতে ছিলাম আমি। [আহাম্মদ আরো দু দান ছোঁড়ে]

আহাম্মদ : (চেঁচিয়ে) এবারে নিশ্চয়ই আমার পালা। খেলবো না আমি।

মোড়ল : আমার মতে জোরে জোরে গোনা হক। না হয় নির্ঘাৎ ভুল হবে আমাদের।

আহাম্মদ : কসম খোদার, পুরো দান শেষ করেছি আমি, আমার অংশের চাইতেও অনেক বেশী।

মোড়ল : আমার হিসেবে অত করে নি।

মুনীর : আমার অনুমানে করেছে সে।

আহাম্মদ : (আবেদনের সুরে) তুমি তো জানোই যে শেষ করেছি, বলো করিনি?

মোড়র : হ্যাঁ, জানি তুমি করেছো। [সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। একে অপরের দিকে চায়। বিরতি]

আহাম্মদ : তা হলে...

মোড়র : এইই চালিয়ে যাওয়া যাক। (চেঁচিয়ে) এইই চালিয়ে যাওয়া যাক।

মুনীর : আমার পালা খেলতে দাও আমাকে।

মোড়ল : চলো শুরু করি। শীগ্‌গির।

[কেউ নড়ে না]

আহাম্মদ : পুরোহিত কই?

মুনীর : সে ঘুমুচ্ছে। নাক ডাকিয়ে চলছে সে।

[পরোহিত মেঝেতে শুয়ে আছ। নিবেদিতার কাছাকাছি]

মোড়ল : উপেং ওঠো ওঠো,উঠে পড়ো।

[প্রবল ভাবে ঝাঁকুনি দেয়]

পুরোহিত : অ্যাঁ... সাতটা কি বেজেই গ্যাছে?

মোড়ল : দ্যাখো, দ্যাখো, কাঁপছে সে। ভয় পাইয়ে দিয়েছি আমি তাকে। লোকজনদের এখনো ভয় পাইয়ে দিতে পারি আমি। (প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ে তারা। পুরোহিত বোকা বনে যায়।) এসো, খেলি। ডাকো মেয়েটিকে। একটা প্রহসনের অভিনয় করবো আমরা। একেবারে উপস্থিত বুদ্ধিমত। আরো ভালো কোন ভূমিকায় অভিনয় দেখা গেল না তোমায়। আত্মধিক্কারী বিশ্বকর্মার ভূমিকায় অভিনয় করবে তুমি।

পুরোহিত : (ধীরে ধীরে যেন বুঝতে শুরু করেছে) একটা প্রহসনের অভিনয় করতে যাচ্ছি আমরা। এখন আমি বুঝলুম। কিন্তু আত্মধিক্কারী কেন সে?

মোড়ল : সবচেয়ে সুন্দর করে গড়তে গিয়ে চামচিকে গড়েছে সে।

পুরোহিত : কি আসে যায় তাতে।

মোড়ল : আলোতে অন্ধকার দেখে সে।

পুরোহিত : (ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করে করে) আলোতে অন্ধকার দেখে সে।

মুনীর : এ বড় দুঃখের কথা।

আহাম্মদ : দুর্ভাগ্য তার।

পুরোহিত : ঠুলির মতো একটা কিছু তাকে পরিয়ে দিলেই পারে সে— আলোর তেজ কমাবার জন্য, কেমন, পারে না?

মোড়ল : জানলে তো। এই জন্যেই তো সে আত্মপীড়িত।

মুনীর : ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেলেই পারে সে।

মোড়ল : যেটা তুমি গড়লে, সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো না তুমি।

আহাম্মদ : ও সমস্ত রাখো। অন্য কাউকে গছিয়ে দিলেই পারে সেটা।

মোড়ল : নিজের সৃষ্টিকে হাতছাড়া করতে পারে না কেউ।

পুরোহিত : এখন বুঝলাম আমি।

মোড়ল : (সঙ্গে সঙ্গে) তাহলে বিশ্বকর্মার ভূমিকায় অভিনয় করতে দাও আমাকে।

পুরোহিত : কেন?

মোড়ল : কারণ তোমার বেদনা ও ধিক্কার কেন, এ কথা যখনই জানলে তখন আর বিদূষকের অভিনয় করতে পারো না তুমি।

পুরোহিত : তুমিও তো জানো, কেন সে আত্মপীড়িত। তুমিও তো পারো না তার অভিনয় করতে।

মোড়ল : পারি, আমি পারি। ভালো করে মুখোশ পরতে পারি আমি।

মুনীর : বিদূষকের অভিনয় আমি করব।

আহাম্মদ : বিদূষকের অভিনয় আমি করব।

পুরোহিত : এসো, সবাই বিদূষকের অভিনয় করি।

মুনীর : এসো শুরু করি। শীগগির।

মোড়ল : কাঠের টুকরোটা গেল কই?

আহাম্মদ : জানি না আমি।

মুনীর : ওটা দেখিনি আমি।

[সবাই কাঠের টুকরো খুঁজতে শুরু করে। সবার দৃষ্টি মেঝেতে নিবদ্ধ। ওরা খুঁজে পায় না। মঞ্চের একোণ-ওকোণ ঘোরাঘুরি করে ওরা। (মেয়েটাও যোগ দেয়।]

মোড়ল : (চেঁচিয়ে, যেন প্রহর কয়েক ধরে বনের মধ্যে হারিয়ে আছে।) খুঁজে পেলে কেউ তোমরা? বলি, শুনতে পাচ্ছো?

আহাম্মদ : (একই চড়ায়) উহুঁ, পাচ্ছি না খুঁজে।

মুনীর : কেউ আছো? বলি, আছো কেউ? আশেপাশে কেউ কি আছো?

লোকটা : (একটা শিষ দিয়ে) আমি আছি।

মুনীর : কাঠের টুকরোটা খুঁজে দেবে কি আমাদের?

লোকটা : নিশ্চয়ই, একশো বার। সারা জীবন ধরে তো কেবল এইই করলাম। এটা-ওটা খুঁজে বেড়ালাম অন্যদের জন্যে।

মুনীর : করলেই বা কেন শুনি?

লোকটা : সহজ কথা। সময়টা কেটে গ্যাছে।

[পুরোহিত চেঁচিয়ে ওঠে। কিছু একটা আবিষ্কার করেছে সে।]

পুরোহিত : পেয়ে গেছি ওটা। আমি পেয়ে গেছি ওটা, ঐ তো ওখানে।

[আঙ্গুল দিয়ে দেখায়]

আহাম্মদ : হারাধন খুঁজে পেয়েছে সে।

লোকটা : একেবারে বাজীমাৎ করেছে কেউ।

মুনীর : খুঁজে পেয়েছে সে।

[সবাই এ ওর দিকে চায়]

মোড়ল : সর্বনাশ করেছে সে। (বিরতি) আমাদের এখন আরেকটা কিছু খুঁজে বার করতে হবে।

মুনীর : কিসের জন্যে?

মোড়ল : সময় কাটাবার জন্যে।

আহাম্মদ : যাও, তুলে নাও। এবারে আমার পালা।

মোড়ল : যাও, তুলে না ওটা।

মুনীর : যাও।

[নড়ে না কেউ। কাঠটার ওপর সবাই স্থিরনেত্রে চেয়ে আছে।]

মোড়ল : (হঠাৎ কাঠটার দিকে দেখিয়ে) জেনেছি, এতক্ষণে জেনেছি আমি। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এখানেই।

পুরোহিত : পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু কোথায় বললে?

আহাম্মদ : কোন্ পৃথিবী?

মুনীর : কি বলতে চাও তুমি?

মোড়ল : আমাদের প্রিয় পৃথিবী, মাতা ধরিত্রী। এই তো কেন্দ্রবিন্দু। নিঃসন্দেহে কেন্দ্রবিন্দু। বহুকাল ভুলিয়ে রেখেছিল আমাকে।

লোকটা : কে?

আহাম্মদ : ঐ কাঠের টুকরোটার কথা বলছো?

মোড়ল : না। এ জায়গাটা, যেখানে টুকরোটা নিশ্চল স্থিতির মধ্যে রয়েছে। দেখছো না? ওটা হেলছে না। ডাইনেও না, বাঁয়েও না।

লোকটা : এখানে ঘোরেও না কিছু, হেলেও না কিছু। ডাইনেও না, বাঁয়েও না। সবকিছুর উর্ধ্বগতি— এই অন্ধকার গোলকধাঁধা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

মোড়ল : বাজে কথা থামাও। এটাই কেন্দ্রবিন্দু পৃথিবীর— এই পরাণপ্রিয় পৃথিবীর।

[লোকটা মঞ্চের একটা কোণের দিকে উন্মত্তের মতো ছুটে যায়। আরো একটা খুঁটি উপড়ে তোলে। মঞ্চের মাঝখানটায় এসে দাঁড়ায় সে এবং একটা জায়গায় খুঁটি দিয়ে ঠুকতে থাকে।]

লোকটা : বাজী, পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এইখানটাতে। গুলিটা ফ্যালো। (মেয়েটা গুলি নিয়ে আসে এবং মেঝেতে রাখে) দেখলে, এখানেও কেমন হেলছে না এটা।

আহাম্মদ : (মঞ্চের আরেক কোণে ছুটে যায়। আরেকটা খুঁটি উপড়ে তোলে। মঞ্চের পশ্চাদংশে মোড়ল আর লোকটার সঙ্গে একই সারিতে একটা জায়গায় ঠুকতে থাকে সে।) বাজী, এটাই কেন্দ্রবিন্দু। ফ্যালো। (মেয়েটা ছুটে যায় যেন চমৎকার খেলা এটা) প্রতিবাদ করুক তো কেউ? মুরোদ আছে কারো?

মুনীর : এই আমিও চললুম। (মঞ্চের আরেক কোণে ছুটে যায় এবং খুঁটিটা উপড়ে নেয়। একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হয়) এদিকে দ্যাখো। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এখানটাতেই। যা খুশী রাখো এখানে। কিছু হবে না তার। এই মেয়ে, নিয়ে এসো ওটা।

[খুব যত্নসহকারে মেয়েটা রাখে সেটা এবং মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।]

পুরোহিত : এবার আমার পালা। (সে খুঁটিটা তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু শক্তিতে কুলোয় না।) এই যে শিষ, বংশী ধরো তো একটু। (তারা দুজনেই চেষ্টা করে তুলে ফেলে। খুঁটিটা নিয়ে আসে সে এবং সজোরে ঠুকতে থাকে) হ্যাঁ, এইবার। এটাই হলো যাকে বলা যায় পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু।

মোড়ল : অসম্ভব। বাজী রাখতে পারি আমি, এটাই হলো আদৎ জায়গা।

আহাম্মদ : আমায় তুমি মিথ্যুক বলতে পারলে কেমন করে?

লোকটা : তোমায় মিথ্যুক বলেছে নাকি? তার মানে, একই কথা আমাকেও বলতে পারে সে।

পুরোহিত : মোড়ল, বুদ্ধি ঠিক রাখো। জীবনে কখনো আমি মিথ্যে বলিনি।

মুনীর : আমার বেলায়ও একই দোষ চাপাবে নাকি?

মোড়ল : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বেলায়ও। গাজী, মিথ্যুকের দল সবাই, মায়া আর মিথ্যে নিয়েই মানুষ হয়েছে সব। আমার দাদাকে সুদ্ধ অভিসম্পাত করতে ইচ্ছে করছে আমার। জীবনের এই সত্যকে আগে প্রকাশ করেনি কেন সে আমার কাছে?

আহাম্মদ : তোমার দাদাকে অভিসম্পাত দিও না। বড় বুদ্ধিমান, সাহসী আর মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিল সে।

মোড়ল : গাধা ছিল সে। একথা কখনো মনে জাগেনি কেন? আগে বলে দিলো না কেন কেউ?

লোকটা : বলায় কোন ভাল ফল হয় না।

পুরোহিত : জানার জন্যে মূল্য দিতে হয়।

লোকটা : (নিজের জায়গা দেখিয়ে) আমি ঠিক বলে দিতে পারি, এটাই কেন্দ্রবিন্দু। এই হলো কিনারা, এই হলো প্রান্ত। এসো শক্ত করে ধরে রাখি।

মুনীর : (বারবার উন্মত্তের মত ঠুকে) কেন্দ্রবিন্দু এইখানটায়।

আহাম্মদ : (বারম্বার ঠুকে) কেন্দ্রবিন্দু এইখানটায়।

পুরোহিত : এই সেই জায়গা।

লোকটা : এই এটা।

মোড়ল : (যে ডাণ্ডা দিয়ে খেলছিল সেটা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে) এটাও ওই, এটাই সেই, এটাই সব।

[সবাই তারা ভ্রূক্ষেপহীনভাবে মাটিতে বারম্বার ঠুকতে থাকে। কানে তালা লাগানো এক রকম বলতে গেলে বিরক্তিকর আওয়াজ চলতে থাকে সারা মঞ্চ জুড়ে। হঠাৎ ঢোলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দাগী আর ঢুলি ঢুকে পড়ে। মঞ্চেই সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ায়।]

দাগী : ভাই শিষদার বংশীধারী। কোথাও খুঁজে পাইনি তোমায়।

লোকটা : ফিরে এলাম আমি। সেখানটায় জমলো না।

পুরোহিত : এখানটায়ও না।

লোকটা : আমি করি কি?

ঢুলী : আমি করি কি?

মোড়ল : বাজাও, বাজাও ঢাক, ছিন্নভিন্ন করে, প্রবল জোরে, তাণ্ডব তালে, বাজাও। নৃশংস ঐ কাঠি দিয়ে কানের পর্দা দাও ফাটিয়ে, সমুদ্রের বুকে তোলা প্রমত্ত ঢেউ। বুনো নাচ নাচবো আমরা। একদম বেপরোয়া। দর্শকের জন্য কোন সঙ্কোচ করা চলবে না। এক পায়ে, এক হাতে প্রতিটি তালে তালে। এসো, সক্রিয়, সপ্রাণ এবং কৃতজ্ঞবোধ করি সবাই। এসো নাচি, সকলে নাচি আমরা।

ঢুলী : অনুপ্রাণিত নই আমি। তবু চেষ্টা করবো। সব কিছুই কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যেন। আজই মনে হলো কথাটা। সারাটা জীবন ধরে কেবল ঢাকই পিটিয়ে যেতে চাইনি আমি। অরুচি ধরে গ্যাছে আমার। প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে সেটা। মনে হচ্ছে, এসব খেয়াল না করাই ভালো।

দাগী : তেমন মনে হলে ঢাকটা দাও ছুঁড়ে ফেলে। যতক্ষণ না সত্যি সত্যি জানছো কি করতে চাও তুমি, ওটা ততক্ষণ স্পর্শও করো না। সমস্ত বিপদ থেকে আমি তোমায় বাঁচাবো। স্বর্গ সাক্ষী ...

লোকটা : বিপদ আর নেই কোপো। আছে শুধু শিষদার বংশীধারী।

মোড়ল : সে নাচবে শুধু তোমার বাঁশীতেই। বাজাও, বাজাও কলিজার টুকরোগুলো যতক্ষণ না ছিদ্র দিয়ে গলে গলে বেরিয়ে আসে। মোচড়ানো সুরের বেড়ী উদগত হয়ে তার দেহকে অজগরের মতো জাপটে ধরুক, পেষণ করুক।

লোকটা : আমার বাঁশি তো আমি ফেলে দিয়েছি। (সবাই আহত বোধ করে)

দাগী : এমন কাজটা তুমি করলেই বা কেন?

লোকটা : বাচ্চাদের বাজিয়ে শোনাবার জন্য ওরা আমাকে ডেকেছিল কোথাও। আমার সুরের বর্ণালী প্রকাশের জন্য সাতটা কি আটা ছিদ্রই যথেষ্ট ছিল না। সেই জন্য অনেকগুলো ছিদ্র করেছিলাম আমি। তারপর সুর নয়, শুধুই হাওয়া। আমার সারা বাঁশি জুড়ে শুধু হাওয়ার হুটোপুটি। বাচ্চারা সব ছুটে পালালো। হাওয়া ওদেরও সব আচ্ছন্ন করে দিলো। তারা ভীষণ মারলো আমায়। কিন্তু আমার দেহ হাওয়ায় ডুবে গ্যালো। তাজা তাজা মাংস সব রক্তে ভিজে গেল। আমার বাঁশির শপথ, কিছুই বোধ করিনি আমি। হাওয়ায় হারিয়ে গিয়েছিল আমার চেতনা।

পুরোহিত : শিষ বাজাতে তো পারো। তোমার জিভটা তো রয়েছে।

দাগী : নাও, নাও শিষ বাজাও। ত্বরা করো।

লোকটা : (সমুদ্র থেকে হাওয়া বইতে শুরু করে। বেশ অন্ধকার হয়ে গ্যাছে। শুকনো পাতা মঞ্চে ভেসে বেড়াচ্ছে।) আমার জিভের উপর দিয়ে হাওয়ারা সব নেচে চলেছে। তাদের সমলাতে আর পারছি না আমি।

পুরোহিত : করি কি আমরা?

মোড়ল : শ্বাস রুদ্ধ করো। সোজা হয়ে দাঁড়াও, কথা শুধু কথা বলে যাও। সময় কেটে যাবে।

[ঢুলী বেরিয়ে যায় কোন অভিবাদন ব্যাতিরেকেই। নিঃশব্দতা। তারা একে অপরের দিকে চায়।]

মোড়ল : এসো শুরু করা যাক। শীগ্‌গীর। (নড়ে না)

লোকটা : আমি শুরু করি, শীগ্‌গীর।

মেয়েটা : একটা গান গাই আমি। নাই বা রইল ঢোলক, নাই বা রইল বাঁশি।

মোড়ল : শুরু করা যাক। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

লোকটা : না, আমাদের জন্য ব্যাপারটা বড় তাড়াতাড়িই এসে গ্যালো। তোমার সেই রূপকথা তুমি পারলে না বলতে, আমিও পারলাম না পুরো সুর ভাঁজতে। সবার জন্য আসবে, আগামীকাল হয়তো বা আগামী পরশু, আমাদের মতো, চকিতে, অজান্তে, কোনদিন ... কোন একদিন কোনখানে, কোন দ্বীপে, আর কোন শিষদার বংশীধারী ... অন্য কোনখানে ... সবখানে। অবধারিত সত্য এ। সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। সালাম, পৃথিবী সালাম।

দাগী : তারপর বলো কি বলবে?
পুরোহিত : তারপর ...
মোড়ল : বলো ...
মেয়েটি : (খিল খিল হাসি)।
পুরোহিত : ... কি বলবে তারপর ...
মোড়ল : বলো ...
দাগী : কি বলবে ...
[মেয়েটি একটা সুর গুন গুন করে গেয়ে ওঠে। উম ... ম... তারানা। পুরোহিত গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করে। দাগী মোড়লের কাছে যায় এবং সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে মন্ত্র ও গান থেমে আসে। নিঃশব্দতা। একে অপরের দিকে চায়।
মোড়ল : তারপর বলো ...
দাগী : বলো ... কি বলবে ... বলো ... বলো ...
[কেউ সাড়া দেয় না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ঐ কথা কয়টি বিড় বিড় করে বলতে থাকে। ঢুলী প্রবেশ করে এবং অতি যত্নের সঙ্গে তার ঢাকটা নামিয়ে একটু দূরে রেখে দেয়। তার ক্লান্ত পিঠটাকে সে এবার সোজা করে। বাতাস বইছে। শুকনো পাতা উড়ছে।]
ঢুলী : আমার কাজ বুঝি বা এবার সাংগ হলো আর ... আর ঘোষণা করার নেই কিছু।
[তাণ্ডব শুরু হয়, তারপর এক প্রচণ্ড ঝাপটে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।]

যবনিকা

মিল্টন বিশ্বাস
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।